ঈমান মজবুত রাখো

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
ওয়া আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন
সায়্যিদুল আউয়ালিন ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্,
মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা, মাদাদ ইয়া শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী,
শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

ঈমান কি? আল্লাহ্ (জাল্লা জালালুহু) এবং নাবী (সাঃ) এ বিশ্বাসের মানে কি? এর মানে হচ্ছে অদৃশ্যে বিশ্বাস করা, যেসব জিনিস আমরা দেখি না, এবং যেসব জিনিসের ব্যাপারে আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) বলেছেন সেসব জিনিসে বিশ্বাস করা। এটি অতি উচ্চ আমল। ঈমান হচ্ছে আল্লাহ্‌র (জাঃজাঃ) অস্তিত্বে বিশ্বাস করা। শয়তান এটা চায় না। সে চায় মানুষ যেন ঈমান ছাড়া আখিরাতে যায়।

যখন মানুষেরা ঈমান ছাড়া যায়, তারা জাহান্নামে যায়, আর কোন রাস্তা নেই। শয়তান জানে যে সে নিজেও জাহান্নামে যাবে। সে আল্লাহ্‌কে (আযযা ওয়া জাল্লা) বলেছিল, 'আমি সমস্ত মানুষকে, সবাইকে বিপথে নিয়ে ঈমানহীন অবস্থায় তাদের জাহান্নামে পাঠাবো।' আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) বলেন, 'তোমার যা খুশী কর। যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদেরকে নিও এবং জাহান্নামে যেও।' এই কারণেই যারা শয়তানের পথ অনুসরণ করে তাদের শেষ পরিণতি হচ্ছে বিশাল ক্ষতি এবং জাহান্নাম।

আখিরাতে ঈমান লাগবে। তা যদি না থাকে, পৃথিবীতে যত যাই কর, ভেব না তা তোমাদের কোন কাজে আসবে। আখিরাতে প্রশ্ন করা হবে। লোকেরা কি বলে? 'সে হতভম্ব হয়েছে।' আখিরাতেও সেরকম হবে।

আখিরাতে অবিশ্বাসী ঈমানবিহীন লোকেরা বিভিন্নভাবে পৃথিবীর জীবন ত্যাগ করে। অনেকে আত্মহত্যা করে কারণ তারা ঈমানবিহীন, এবং আরও অন্যান্যভাবে,

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

আল্লাহ্ না করুন। যখন আখিরাত আসে, যখন বিচারের দিন হবে, এবং যখন 'উঠে দাঁড়াও' বলা হবে, আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) সবাইকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) সবকিছু করতেই সক্ষম। তিনি তোমাদের শূণ্য থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, এবং একবার অস্তিত্বে থাকার পর তিনি আবার তোমাদের জীবন দিতে পারবেন না তা হতে পারে না। তিনি সবকিছু করার ক্ষমতা রাখেন।

তারা হতভম্ব হয়ে যাবে যখন উঠে দাঁড়াবে। 'আমরা কি করেছি?' তারা বলবে। আফসোস করবে কিন্তু অনুশোচনা কোন কাজে আসবে না। তারা বলবে, 'আমরা শয়তানের অনুসরণ করেছি, আমরা সর্বস্ব হারিয়েছি, এবং আর ফেরার কোন উপায় নেই।' এই সময়টাই হচ্ছে আসল।

মানুষেরা এই পৃথিবীতে লোকসানে পড়তে পারে, তারা সর্বস্ব হারাতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ তারা ঈমান না হারায়, তারা আবার আখিরাতে সবকিছু লাভ করবে। আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শক্তভাবে ঈমানকে ধরে থাকা। আমরা এইসব শয়তানের অনুসরণ যেন না করি। যাদের কোন ঈমান নেই তাদের আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) হিদায়াত দান করুন।

যখন মানুষেরা ঈমানহীন থাকে, তারা বহু খারাপ অভ্যাসের দাসে পরিণত হয়। তার মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে হিংসা। 'অন্যেরা কিভাবে ঈমানদার হতে পারে যখন আমি নিজে ঈমানহীন?' তারা সবাইকে তাদের মত বানাতে চায়। আমাদের এ ব্যাপারে সাবধান হতে হবে। এধরনের লোকদের সাথে দূরত্ব রাখাই ভালো। আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) তাদের হিদায়াত দান করুন যেন তারা শয়তানের হাতে বন্দী না হয়, ইনশাআল্লাহ্।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল

৩ জানুয়ারী ২০১৫ / ২৩ রাবিউল আউয়াল ১৪৩৭ আকবাবা দারগাহ, ফজর নামায।